আহলে বাইত-এর ফযিলত

(হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, ইমাম হাছান, ইমাম হোছাইন, উম্মাহাতুল মোমেনীন ও হুযুর পূরনূর (দঃ) -এর অন্যান্য ছাহেবজাদা ও ছাহেবজাদীগণের সম্মিলিত ফযিলতঃ

১। আছআফুর রাগেবীন ১ম খন্ড ১৪২ পৃষ্ঠা এবং নূরুল আবছার ১১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلَا مَنْ مَاتَ عَلٰى حُبِّ اٰلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوْرًا لَهٗ– اَلَا مَنْ مَاتَ عَلٰى حُبِّ اٰلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ تَائِبًا–

অর্থঃ রাছুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইত (পরিবারবর্গ ও বংশধর)-এর মহব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মৃত্যু বরণ করবে- অবশ্যই সে ক্ষমা প্রাপ্ত হবে এবং যে ব্যক্তি আমি মুহাম্মদ (দঃ)-এর আহলে বাইতের মহব্বত নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে- তওবা না করে তার মৃত্যু হবেনা।"

২। তাফসীরে কবির ৭ম খন্ড ৩৯০ পৃঃ, তাফসীরে রুহুল বয়ান ৪র্থ খন্ড ৪০৭ পৃষ্ঠায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلَا مَنْ مَاتَ عَلٰى حُبِّ اٰلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا–

অর্থঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত রেখে মারা যাবে- সে পূর্ণ মোমেন হিসেবে মৃত্যু বরণ করবে।"

৩। ঐ তাফসীর দ্বয়ে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

اَلَا وَمَنْ مَّاتَ عَلٰى حُبِّ اٰلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيْدًا مُسْتَكْمِلَ الْاِيْمَانِ -

অর্থঃ জেনে রেখো! যে ব্যক্তি আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর ও পরিবার বর্গের প্রতি মহব্বত রেখে মারা যাবে- সে শহিদী মৃত্যু বরণ করবে এবং পূর্ণ ঈমানদার হিসেবে মারা যাবে।"

৪। উক্ত তাফসীর দ্বয়ে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

اَلَا وَمَنْ مَّاتَ عَلٰى حُبِّ اٰلِ مُحَمَّدٍ بَشَّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ مُنْكَرٌ وَّنَكِيْرٌ-

অর্থঃ "জেনে রেখো- যারা আমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আহলে বাইতের মহব্বত নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে- মালাকুল মউত তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাবে- এরপর কবরে মুনকার নাকীরও তাকে অনুরূপ সুসংবাদ শুনাবে।"

৫। উক্ত তাফসীর দ্বয়ে আরও হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

اَلَا مَنْ مَاتَ عَلٰى حُبِّ اٰلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -

অর্থঃ " জেনে রেখো- যে ব্যক্তি আমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আহলে বাইতের মহব্বত নিয়ে মারা যাবে, তার মৃত্যু হবে 'সুন্নাত ওয়াল জামাআতের' উপর।"

('সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' নামটি স্বয়ং নবীজী কর্তৃক প্রদত্ত। এর অনুসারীকে বলা হয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। এর প্রতি কটুক্তি করা বেদ্বীনী কাজ।)

৬। ইমাম আবু ইয়া'লা তাঁর হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلنُّجُوْمُ اَمَانٌ لِّاَهْلِ السَّمَاءِ وَاَهْلُ بَيْتِىْ اَمَانٌ لِّاُمَّتِىْ مِنَ الْاِخْتِلَافِ-

অর্থঃ হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "আকাশবাসী ফিরিস্তাদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা হলো

তারকারাজী (এগুলো দিয়ে তারা শয়তানকে তাড়ায়) আর আমার উম্মতের জন্য মতপার্থক্য থেকে বাঁচার উত্তম নিরাপদ ব্যবস্থা হলো আমার আহলে বাইতের মহব্বত ও তাঁদের অনুসরণ- আবু ইয়া'লা।

৭। মোস্তাদরাক-ই- হাকিম বর্ণনা করেনঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَدَنِىْ رَبِّىْ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ مَنْ اَقَرَّ مِنْهُمْ لِلّٰهِ تَعَالٰى بِالتَّوْحِيْدِ وَلِىْ بِالْبَلَاغِ اَنْ لَّا يُعَذِّبَهُمْ۔

অর্থঃ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "আল্লাহ তায়ালা আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আমার সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর তাওহীদে এবং আমার রিসালাতে বিশ্বাসী হবে- তাঁদেরকে তিনি আযাব দিবেন না।"

(নোটঃ শুধু আহলে বাইত হওয়াই যথেষ্ঠ নয়- বরং তার সাথে ঈমানদার হলেই শাস্তি থেকে মুক্তি পাবেন এবং অপরের জন্যও সুপারিশ করতে পারবেন। ঈমানদার না হলে এই মর্যাদা পাবেন না।)

৮। ইমাম দায়লামী রেওয়ায়াত করেছেন-

اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدُّعَاءُ مَحْجُوْبٌ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ بَيْتِهٖ

অর্থঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "দোয়া সমূহ বাধাপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকে- যে পর্যন্ত না মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর আহলে বাইতের উপর দরুদ পাঠ করা হয়। (দায়লামী)

৯। সহীহ বর্ণনায় এসেছে

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلَا اِنَّ مَثَلَ اَهْلِ بَيْتِىْ فِيْكُمْ كَمَثَلِ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ- مَنْ رَكِبَهَا نَجٰى وَمَنْ

تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ-وَفِيْ رِوَايَةٍ هَلَكَ (رَوَاهُ أَحْمَد) وَمَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مِثْلَ بَابِ حِطَّةٍ فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيلَ-مَنْ دَخَلَهُ غُفِرَ لَهُ -

অর্থঃ হযরত আবু যার **গিফারী (রাঃ) বর্ণনা** করেন- **আমি নবী করিম** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি- "তোমাদের মধ্যে আমার আহলে বাইতের উপমা হলো হযরত নূহ নবীর কিস্তির মত। যে ব্যক্তি উহাতে আরোহন করবে- সে নাজাত পাবে। আর যে ব্যক্তি বিরত থাকবে, সে ডুবে মরবে। অন্য বর্ণনায় "ডুবে মরার পরিবর্তে ধ্বংস হবে" এসেছে। (মসনদে আহমদ) আর তোমাদের মাঝে আমার আহলে বাইতের আর একটি উপমা হচ্ছে বনী ইসারাইলদের 'হিত্তা প্রাচীর' এর ন্যায়। যারা উক্ত প্রাচীরের ভিতর আশ্রয় নেবে- তাদের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।"
(অর্থাৎঃ তোমরা আমার আহলে বাইতকে অনুসরণ করো এবং তাদেরকে মহববত করো- তাহলে ধ্বংস হওয়া থেকে মুক্তি পাবে এবং আমার আহলে বাইতের আশ্রয়ে থাকলে তোমরা গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকবে।)
১০। ইমাম শাফেয়ী বলেন-

يَا أَهْلَ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ حُبُّكُمْ + فَرْضٌ مِّنَ اللّٰهِ فِي الْقُرْاٰنِ أَنْزَلَهُ ✦

كَفَاكُمْ مِنْ عَظِيْمِ الْقَدْرِ أَنَّكُمْ + مَنْ لَّمْ يُصَلِّي عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ-

অর্থঃ হে আহলে বাইতের সদস্যবৃন্দ! আপনাদের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা পোষণ করাকে আল্লাহ তায়ালা ফরজ বলে কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। আপনাদের মহান মর্যাদার স্বপক্ষে এতটুকু বলাই যথেষ্ঠ যে, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে আপনাদের উপর দরুদ পড়বেনা- তার নামাযই হবেনা।"
(ইমাম শাফেয়ীর মতে দরূদ পড়া ফরজ)

১১। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (سُوْرَةُ اَحْزَاب)

অর্থঃ "হে নবীর বংশধর ও পরিবার বর্গ! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে পঙ্কিলতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র করতে।" (সুরা আহযাব)

এ আয়াতের মধ্যে উম্মাহাতুল মোমেনীনসহ হযরত আলী, হযরত বিবি ফাতেমা, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) সকলেই অন্তর্ভুক্ত- (ইবনে আব্বাস সূত্রে তাফসীরে কানযুল ঈমান ও খাযায়েনুল ইরফান।)

১২। আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেনঃ

قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

অর্থঃ হে প্রিয় হাবীব! আপনি একথা ঘোষণা করুন- "আমি ইসলাম প্রচারের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাইনা- চাই শুধু আমার আপনজনদের প্রতি তোমাদের মহব্বত।" (সুরা শুরা আয়াত নং ২৩।